103

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

মেধাবী শিক্ষার্থী সহায়তা কর্মসূচী

মোঃ মাছুদুর রহমান

ঢাকা মহানগরীর প্রথম বেসরকারী স্নাতকোত্তর কলেজ শেখ বোরহানুদ্দীন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য 'মেধাবী শিক্ষার্থী সহায়তা' কর্মসূচী প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী চালু করেছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এ মহতী উদ্যোগ নিতে পারে।

এ প্রকল্পে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষানুরাগী অধ্যক্ষ কাজী ফারুখ আহমেদ বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক সম্মান এবং স্নাতক পূর্ব পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতায় ৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা দানের প্রস্তাব কলেজ পরিচালনা পরিষদে উত্থাপন করলে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বিধিমালার আওতায় প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। বিধিমালার মধ্যে রয়েছে ঃ ১. সহায়তা গ্রহণকারী মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রথম পর্যায়ে ৫, তবে কলেজ পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনে এই সংখ্যা বাড়াতে ও কমাতে পারবে। ২. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭৫০ নম্বর প্রাপ্ত, স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ পয়েন্ট প্রাপ্ত এবং মাষ্টার্স শ্রেণীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৮ পয়েন্ট প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থী সহায়তা পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোথাও তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী থাকলে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ৩. দরিদ্র এবং মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ৪. সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে এ কলেজের দুইজন শিক্ষকের সহায়তা থাকতে হবে। ৫. উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক এবং স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণ হবে ১৫০০ টাকা এবং মাষ্টার কোর্সের ক্ষেত্রে হবে ১৭০০ টাকা। ৬. ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন ক মপক্ষে ৪ ঘন্টা কাজ করতে হবে। ৭. বিভাগীয় শিক্ষকদের লেকচার শীট তৈরি, সেমিনার রুমের বিভিন্ন কাজ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। ৮. অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফলাফল সন্তোষজনক না হলে সহায়তা স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কোনপ্রকার আবেদন গ্রহণ করা হবে না। ৯. তহবিলে অর্থ সংগ্রহ। এই অর্থ আসবে ৩ দিক থেকে। যেমন (ক) ৫০% অর্থ কলেজের দরিদ্র তহবিল থেকে (খ) ২৫% অর্থ আগামী ২ বছরের জন্য কলেজের সাধারণ তহবিল থেকে সংগ্রহ করা হবে। (গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও ব্যক্তির নিকট থেকে উক্ত তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। প্রয়োজনে উক্ত সংস্থা/ব্যক্তির নামে নামকরণ করা যেতে পারে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।

বোরহানুদ্দীন কলেজ কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। উদ্যোগটি সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে কার্যকর করা হলে তা শিক্ষার্থীদের মেধা ও আত্মমর্যাদা বিকাশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করছেন। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপের মতো মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে কিছু একাডেমিক কাজ করার সুযোগ পাবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা বিকশিত করতে পারবে। এমন উদ্যোগ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিলে মেধাবী-দরিদ্র শিক্ষার্থীরা আর্থিক একাডেমিক দিক দিয়ে উপকৃত হবে সন্দেহ নেই।